দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09-APR-1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ধর্মঘট ঃ সংঘর্ষ ঃ অনির্ধারিত ছুটি

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে

ফরহাদ আহাম্মেদ ॥ রাজনৈতিক অস্থিরতা,ছাত্র-ধর্মঘট, হরতাল, ছাত্র সংঘর্ষ, অনির্ধারিত ছুটি ও প্রশাসনিক দুর্বলতাসহ বিভিন্ন কারণে গত এক বছর যাবৎ কৃষিবিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। গত ১ বছরে প্রায় ৬ মাস এখানে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকে।

বর্তমানে এখানে ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করিতে ৬ হইতে ৮ বছর লাগিতেছে। প্রতিটি শিক্ষা-বর্ষের জন্য ১২ মাস নির্ধারিত থাকিলেও ১৬ হইতে ২৩ মাস সময় লাগিতেছে।বর্তমানে কৃষি অনুষদের শেষ বর্ষ ১৬ মাস ও ৩য় বর্ষ ১৮ মাস যাবৎ চলিতেছে। কবে শেষ হইবে বলা মুশকিল। একই অনুষদের ২য় বর্ষের (পুরাতন) ছাত্র-ছাত্রীদের ৬ মাস যাবৎ ফাইনাল পরীক্ষার অপেক্ষায় আছে। কৃষিপ্রকৌশল অনুষদের শেষ বর্ষ ১৬ মাস যাবৎ চলিতেছে। ইহাছাড়া সকল অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস শেষ করিয়া ফাইনাল পরীক্ষার অপেক্ষায় মাসের পর মাস বসিয়া থাকিতে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

হয়। ১৯৯০ সনের এমএসসি পরীক্ষা ১৯৯৬ সনেও হয় নাই। অর্থাৎ ১ বছরের মাষ্টার্স কোর্স শেষ করিতে ৬ বছর লাগিতেছে। ইতিমধ্যেই অনেকেরই চাকুরীর বয়স শেষ হইয়া গিয়াছে।

প্রতিটি পরীক্ষা ৩ হইতে ৬ বার না পিছাইয়া অনুষ্ঠিত হয় না। যে কোন ছাত্রনেতা পরীক্ষা পিছানোর কথা বলিলেই পরীক্ষা পিছানো হয়। এক শ্রেণীর ছাত্রদের হাতে প্রশাসন মাঝে মাঝেই জিম্মি হইয়া পড়ে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬ সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা থাকিলেও ফল প্রকাশ করিতে ২/৩ মাস লাগে। শিক্ষকদের খাতা দেখিয়া বিলম্বে জমা দেওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ক্লাসে কিছু সংখ্যক শিক্ষকের প্রায়ই অনুপস্থিতি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছাত্ররা কারণে অকারণে ছাত্র-ধর্মঘট ও পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন শুরু করে।

এদিকে ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার দাবীতে গত কয়েকদিন ছাত্র-ছাত্রীরা ভিসি'র বাসভবন, শিক্ষকদের বাস ভবন, প্রশাসন ভবন, প্রোক্টর অফিস, লাইব্রেরীসহ ক্যাম্পাসেব্যাপক ভাংচুর করে এবং বিভিন্ন স্থানে অগ্নি সংযোগ করে। গত ৪ মাসে ক্লাস হইয়াছে মাত্র ১২ দিন। কোন পরীক্ষা হয় নাই। অনার্সে ৪টি সেশন থাকার কথা থাকিলেও বর্তমানে ৫-৬টি সেশন রহিয়াছে। প্রায়ই নূতন বর্ষে ক্লাস শুরু এবং ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে আন্দোলন করিতে হয়। অবশ্য এক শ্রেণীর ছাত্র সবসময় পরীক্ষা পিছানোর পক্ষে থাকে।

মাঝে মাঝে ক্যাম্পাসে ছাত্র সমাবেশ মিছিল, মাইকিং ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হইলেও ছাত্র সংগঠনগুলি প্রশাসনের আইন উপেক্ষা করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীন সাধারণ ছাত্র—ছাত্রীরা এই সংবাদদাতাকে বলেন, "ছাত্র ও শিক্ষকদের নোংরা রাজনীতি, গাফিলতি ও প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে শিক্ষাকার্যক্রম বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।